R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
বাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৪৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৫ই বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
১৯শে এপ্রিল ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করতে কোমর বেঁধে নেমেছেন নির্বাচন কমিশন

অসিত রায় : পশ্চিমবঙ্গ চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচনের আর কয়েকটা হাতে গোণা দিন। প্রশাসনিক স্তরে জোর কদমে চলছে নির্বাচন প্রক্রিয়া। টানা ৬ বারের বিজয়ী বামফ্রন্টের জমানায় ভোট বাক্সের কারচুপি নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। ক্ষমতায় আসীন সরকারের স্বচ্ছ আর নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের মনে যে প্রশ্ন এসেছে তার সঠিক জবাব দেয়ার সময় এসেছে ভোট যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন কঠোর হাতে তার মোকাবিলা করার আইনী বিধিনিষেধ প্রয়োগ করছেন। প্রাথমিক পর্বে সচিত্র পরিচয়পত্র ছাড়া ভোট দেওয়ার ব্যাপারে বিধি নিষেধ থাকলেও অবস্থার প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে পাশপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড প্রভৃতি ১৩টি পরিচয় পত্রের যে কোন একটি থাকলেই ভোট দেয়ার অধিকার পাওয়া যাবে। কমিশনের সিদ্ধান্তের ফলে ভোটপর্ব যেমন স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ হওয়ার (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রধানের নেতৃত্বে পদ্মার ধারের মাটি কাটা চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বড়শিমুল অঞ্চলের জোতসুন্দর মৌজায় পদ্মার ধারের বিঘার পর বিঘা খাস জমির মাটি কেটে পদ্মাকে আরো ভয়াবহ করার কাজ দ্বিধাহীনভাবে চলছে। এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন বড়শিমুল অঞ্চলের সিপিএম প্রধান কাইজার হোসেন। তাঁর ব্র্যান্ড নিউ ট্রাক্টরের সঙ্গে আরো ৭/৮টি ট্রাক্টর দিনে ১৪/১৫ ট্রিপ করে মাটি ঐ এলাকার ইটভাটাগুলোতে সরবরাহ করছে। স্থানীয় বি এল এন্ড এল আর ও দপ্তর সব কিছু জেনেও রহস্যজনকভাবে চুপ। গ্রাম সূত্রে জানা যায়, পার্শ্ববর্তী বাহুরা বি এস এফ ক্যাম্পের হুমকীতে গত বছর মাটি কাটা বন্ধ হয়ে যায়। এবার ঐ ক্যাম্পের জওয়ানরাও অদ্ভুতভাবে চুপ। রূপসাডাঙ্গার খাস জমি বাদেও নাকি এরা কবরডাঙ্গার মাটিও কেটে নিচ্ছে। পার্টির ছত্রছায়ায় থেকে ঐ এলাকার জনৈক কমরেড হাবিবুর রহমান ট্রিপ পিছু একটা টাকা আদায় করে (শেষ পৃষ্ঠায়)

রেলের জায়গা দখল নিয়ে অশান্তি এড়াতে পুলিশ পিকেট

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভার লালপুর মৌজার রেল কর্তৃপক্ষের বিস্তীর্ণ জায়গা দখল করে বেশ কিছু পরিবার দীর্ঘদিন বসবাস করছেন। গত ১০ এপ্রিল জনৈক আলাউদ্দিন সেখ ব্যবসার জন্য ওখানে দোকানঘর তৈরী করতে গেলে পাড়ার ছেলেরা বাধা দেন। এই নিয়ে ঝামেলায় উভয় পক্ষের ইটপাটকেলের আঘাতে দশজন আহত হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে এগারজনকে গ্রেপ্তার করে। ওখানে সার্বজনীন দুর্গা পুজো হয়। জোরজবরদস্তি ঘর তৈরী বন্ধ করতে এর আগে দুর্গা পুজো কমিটির পক্ষে সুশান্ত ঘোষ থানায় অভিযোগ আনলে ঐ সময় ঘর তৈরীতে পুলিশ বাধা দেয়। বছর দুয়েক আগেও এই আলাউদ্দিন সেখ ঘর তৈরী করতে গেলে এলাকার মানুষ কোর্টের আশ্রয় নিলে ঐ জায়গার ওপর কোর্ট ১৪৪ ধারা জারি করে। সাম্প্রতিক ঘটনায় এলাকার শান্তি বজায় রাখতে সামসেরগঞ্জের বিডিও, জঙ্গিপুরের সি, আই অব পুলিশ ঘটনাস্থলে যান। উত্তপ্ত পরিবেশকে শান্ত রাখতে সেখানে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তৎপরতা দেখায়।

হাসপাতালের নড়বড়ে প্রশাসনে সব দিকেই অরাজকতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালের বর্তমান সুপার ডাঃ অসীম হালদার সবাইকে খুশি রাখতে ঢিলেঢালা প্রাশাসন চালু রেখেছেন সেখানে। যার ফলে হাসপাতালের মধ্যে বিভিন্ন ইউনিয়নের ভাড়া করা এ্যামবাসাডার বা মারুতীগুলো অবাধে বিচরণ করছে। এর ফলে রোগী নিয়ে আসা খাওয়া করতে গিয়ে বাধা পাচ্ছে এ্যাম্বুলেন্স বা অন্য যানবাহন। হাসপাতালে ব্লাড গ্রুপ টেষ্ট বর্তমানে বন্ধ। প্যাথোলজি বিভাগ চলছে বাইরের লোক দিয়ে। প্লেটের অভাবে এক্সরে বিভাগও বন্ধ। দীর্ঘদিন ধরে ইউ এস জি মেশিন খারাপ। নানা টালবাহানায় মেশিনটি চালুর ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের মাথাব্যথা নেই। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী দিয়ে রেকর্ড কিপিং থেকে কোর্টের সাক্ষী সব কিছুই চলছে। নানা ত্রুটিতে মোড়া (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভাতে বিষ দেয়ার অভিযোগে গ্রাম্য বিচারে দুই বৌকে তালাক

নিজস্ব সংবাদদাতা : স্বামীদের দায়িত্বমুক্ত করতে অবিবাহিতা দুই ননদ রোজি ও শিরিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে জঙ্গিপুর মির্জাপাড়ার অহেদ সেখের স্ত্রী সাবানা ও নিয়ামতের স্ত্রী পিঙ্কি ষড়যন্ত্র করেন। পাড়ার এক দোকান থেকে উকুন মারার কাঁচ বিষ কিনে আনেন স্বামীদের গোপন করে তাঁরা। ঘটনার দিন গত ১৭ ফেব্রুয়ারী '০৬ সকালে ভিজে ভাতের সঙ্গে ঐ বিষ মিশিয়ে দুই ননদকে খেতে দেন তাঁরা। রোজি ও শিরি ঐ ভাত কোন কারণে না খেলে তাঁদের মা যোবেদা বিবি ওদের ভর্ৎসনা করেন। পরে ঐ ভাত নিজে কিছুটা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষে ১৯ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

॥ স্বাগত ১৪১৩ ॥

শুভ নববর্ষ। ১৪১২ বঙ্গাব্দ গত। শুরু হইল ১৪১৩ এর পথপরিক্রমা। কালের প্রবাহে নবযাত্রা বলিয়া কিছু নাই, আছে শুধু 'চরৈবেতি'—আগাইয়া চল।

বিভিন্ন দেশে নূতন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আরম্ভ হয়। ইংরাজী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১লা জানুয়ারী নববর্ষের সূচনা। বাংলা মতে ১লা বৈশাখ। শকাব্দ, হিজরী অব্দ প্রভৃতির নির্দিষ্ট পৃথক সময় রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটি অর্থাৎ ১লা বৈশাখ ব্যবসায়ীদের হিসাব-নিকাশ নূতন করিয়া শুরু হয়। ব্যবসায়ীরা বকেয়া পাওনা এইদিন পাইয়া থাকেন। পুরাতন হিসাব শোধ হইয়া যায় এবং চলতি বৎসরের কাজ আরম্ভ হয়। তাই ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের খরিদ্দারদিগকে এই দিন নিজ নিজ দোকানে আমন্ত্রণ জানান। লেনদেন অন্তে মিষ্টিমুখ করান হয়। পূর্বে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা থাকিত। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আন্তরিকতাপূর্ণ প্রীতি বিনিময় হইত। এখনও সেই রেওয়াজ কোথাও কোথাও আছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এখন কাগজের বাক্সে আপ্যায়নের বস্তু প্রস্তুত থাকে। খাদ্যবস্তু আর পাতায় পরিবেশন করা হয় না। একই ব্যক্তি ৩/৪টি স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন; কিন্তু খাওয়া সম্ভব হয় না। সেই হিসাবে কাগজের বাক্সবন্দী মিষ্টান্নাদি দেওয়া-নেওয়ায় অনেক সুবিধা আছে। অবশ্য ইহাতে কিছুটা যান্ত্রিকভাব যেন পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসায়ীদের এই অনুষ্ঠানকে 'হালখাতা' বলা হয়। শুধু ১লা বৈশাখ নয়, রামনবমী, অক্ষয়তৃতীয়ার দিনেও অনেকে হালখাতা করিয়া থাকেন। তবে ১লা বৈশাখের প্রীতিসম্মিলন এখনও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে চলিতেছে।

পুরাতন বৎসরের পরিক্রমা দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে নানা ঘটনায় চিহ্নিত হইয়া আছে। যাহা কাঙ্ক্ষিত ছিল, তাহা মিলে নাই; যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা কাম্য ছিল না। নৈসর্গিক বিপর্যয়, মানুষের তৈয়ারী বিপর্যয় বহুজনকে জেরবার করিয়া দিয়াছে। ভাঙন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প আধিদৈবিক কষ্টে মানুষ যে কতখানি অসহায়, তাহা বুঝা যায়। আবার বিভিন্ন পথ-দুর্ঘটনা অনেক প্রাণবলির কারণ হইয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্ত-বিপন্ন মানুষ ত্রাণ সাহায্য পাইতে রাজনীতির শিকার অনেক সময় হইয়া পড়েন। ট্রেনে, বাসে, দোকানে, ব্যাঙ্কে, বাড়ীতে দুষ্কৃতীদের তান্ডব-ডাকাতি-লুটতরাজ জীবনকে লইয়া গেন্ডুয়া খেলা করিতেছে। শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইলেও শাসককুল এবং তাহার পার্শ্বচরদের প্রচার-দাপটে অন্য রূপ লইতেছে।

এই সমস্ত বিভিন্ন উপসর্গ জনজীবনকে দিন দিন পঙ্গু করিতেছে। ইহার নিরসন একান্ত কাম্য। শুভ নববর্ষের সূচনাদিবসে আমাদের পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের কল্যাণ হউক—এই কামনা করিতেছি। নববর্ষকে স্বাগত জানাইতেছি।

নববর্ষ

শীলভদ্র সান্যাল

ইংরেজি ক্যালেন্ডারে এতই অভ্যস্ত আমরা যে 'দাদা আজ বাংলা কত তারিখ?' এ কথা জিজ্ঞেস করলে শতকরা নব্বই জন বাঙালিই ঢোঁক গিলবেন। একমাত্র পুরুত-গিরিতে যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁরাই নিত্য বাংলা তারিখটির খোঁজ খবর রাখেন, কারণ তাঁদের পেশাটাই এই রকম যে পঞ্জিকা না হ'লে চলেনা। ইংরেজীতে অবশ্য কোনও পঞ্জিকা এ যাবৎ চোখে পড়েনি। তাদের বারো মাসে তের পার্বণের কোনও বালাই নেই, পাত্রী, আছে, কিন্তু পুরোহিত নেই; জন্মদিনে প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি নিভিয়ে কেক কাটা হয়, কিন্তু আট মাস পরে নবজাতকের 'মুখে ভাত' হয়না, গর্ভবতী এয়োতির সাধভক্ষণের কোনও রেওয়াজ তাদের সমাজে আছে কিনা জানিনা। ওদের দেশে বিয়ে হল, রেজিস্ট্রি ম্যারেজ, তারপরে নববিবাহিত দম্পতি চার্চে গিয়ে পাদ্রীর তত্ত্বাবধানে পবিত্র বাইবেল থেকে 'সারমন্' পাঠ করেন, তারপর খৃষ্টান কিছু রিচুয়ালের পরে, হোটেলে বা রেস্তোরায় গিয়ে পার্টি দেওয়া হয়, মিউজিকের তালে তালে বলডান্স হয়। আমাদের মত, অগ্নিসাক্ষী ক'রে 'যদিদং হৃদয়ং তব' ইত্যাদি মন্ত্রোচারণ ক'রে জোড় বন্ধনের মাধ্যমে বিবাহ প্রথা ওদেশে নেই। ওদের বারো মাসে একটাই পার্বণ, তা হল পঁচিশে ডিসেম্বরের বড়দিন, ক্রিসমাসডে। ফিক্সড্ ডেট। তিথিনক্ষত্রের গতিবিধির ওপর নির্ভর ক'রে দিনবদলের কোনও আশঙ্কা নেই। এর একটা সুবিধা হল, বিভ্রান্তির শিকার হ'তে হয় না, পঞ্জিকার দ্বারস্থ হ'তে হয় না। যিশুখৃস্টের জন্মদিনে কোন্ নক্ষত্র কোন্ অবস্থানে ছিল ও সব জটিল সংখ্যাতত্ত্বে গিয়ে লাভ কী? ডেটটা মনে রাখ, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল! দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঁচিশে বৈশাখ—জন্ম তারিখটিকে ফিক্সড্ ক'রে গিয়ে বাঙালিকে কত বিড়ম্বনা থেকে রেহাই দিয়ে গেছেন! তিথি-নক্ষত্র হিসেব ক'রে পঞ্জিকা দেখার কোনও দরকার নেই। অবশ্য তাঁর জন্ম তারিখটি এখন পঞ্জিকাতেও ঢুকে গেছে। বাঙালির অন্যতম পার্বণঃ রবীন্দ্র জন্মোৎসব। দাদাঠাকুরের জন্মদিন (এবং মৃত্যুদিন) যেমন এ মাসের তেরই বৈশাখ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ। এটা অবশ্য অনেকেই মনে রাখেন না। নিজের জন্মদিনই মনে রাখেন না! ইংরেজি জন্ম তারিখটি কিন্তু মুখস্থ থাকে। বার্থ সার্টিফিকেট বা মাধ্যমিক এ্যাডমিট কার্ডে ইংরেজি তারিখটাই লেখা থাকে যে! এইভাবে আমরা ইংরেজি দিনপঞ্জীর সঙ্গে এমনই অভ্যস্ত যে, বাংলা তারিখ তো দূরের কথা, বাংলা সাল মনে করতেও দু'বার ভাবি। ইংরেজরা দেশ ছেড়ে ছলে গেলেও ইংরেজিয়ানা যে বিদায় নেয়নি, এটা তার সবচেয়ে বড় রকমের প্রমাণ। সমাজের ওপরতলার ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে বলে 'মাম্মি, ড্যাডি', দিদিমণিকে বলে 'আন্টি'। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছেলে মেয়েদের একটু অন্য চোখে দেখা হয়। হ্যালো, গুডমর্ণিং, গুডলাক, সী ইউ, এক্সকিউজ মি, প্রমিস, এক্সট্রীমলি সরি, ও-কে, ননসেন্স প্রভৃতি বাচনভঙ্গিতে আজ আমরা রীতিমত সড়গড় হয়ে উঠেছি। রাজভাষা বলে কথা! এর মধ্যে, একটা বেশ 'হেভি' ব্যাপার থাকে। ম্যাসকুলিন ল্যাংওয়েজ না? কুলীন তো বটে! বাংলার মতো 'ললিত লবঙ্গলতা' সুলভ ভাষায় কি এ সব 'এটিকেট' প্রকাশ করা যায়? বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের এই প্রখর ইংরেজিয়ানার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় বাংলা নববর্ষের পয়লা বৈশাখ। তার মানে দোকানে দোকানে নতুন হালখাতা, সিঁদুর চর্চিত নতুন গণেশের মূর্তি পাতা, দোকানের প্রবেশদ্বারে আম পাতায় সজ্জিত সমারোহ, দু' পাশে মঙ্গলঘট, দোকান মালিকের ভক্তি বিগলিত সহাস্য মুখ এবং তারই ফাঁকে নতুন খাতায় জমার ঘরে সময়োচিত অঙ্কপাত, পরিশেষে অতিথি আপ্যায়ন! তবে এখানেও ক্রমশঃ আধুনিকতার ছোঁয়া (৩য় পৃষ্ঠায়)

মাওবাদী নয় মাওবাদীদের মতো

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই পুলিশের উপরের র‍্যাংকিং-এর ১১টা হলো—ভূমি রাজস্ব, শিক্ষা, জনকল্যাণ ও স্বাস্থ্য, দলিল রেজিষ্ট্র অফিস, পঞ্চায়েৎ, বিদ্যুৎ, খাদ্য, শিল্প ও কারিগরি এবং কাষ্টমস্ ও পূর্ত বিভাগ। এক দারোগা বন্ধুই এ তথ্য শুনিয়েছেন। মাতাল চরিত্রহীন বড়বাবু কত জনের হাত-পা ভেঙ্গে চলে গেল, আমরা কবিতা লেখা বন্ধ করিনি! আমার গ্রামে সকলে মিলে মদের ভাটি ৭টা বন্ধ করলাম। ফি বছর ২/৩ টা আদিবাসী ঐ বিষ খেয়ে খেয়ে মরে যায়। বহু গরীব পরিবার শেষ হয়ে গেল। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিয়ে লাল হয়ে গেল কিছু মানুষ। রোজ রাতে বৌ-ঝিদের নির্মম প্রহারে কান্নার শব্দে বাতাস কাঁদে। এই পাপ বন্ধ করা হলো। এক বছরেই ঐ ৭ জনের একজনকে মিনিগ্রাম গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক হতে ২০ হাজার টাকা লোনের ব্যবস্থাও করে দিলাম। বাকীরা অন্য ব্যবসা ধরলো। বছর ঘুরতে না ঘুরতে বহরমপুর ও রঘুনাথগঞ্জের আবগারী দারোগারা সরকারের কালো গাড়ী চেপে আমাদের গ্রামে প্রকাশ্যে বলে এলো "ভাটি কেন বন্ধ করেছো? মাসকাবরা ৫০০ টাকা দিতেই হবে।" ভাটি আবার চালু হলো। শুধু তাই নয় অন্ততঃ ১০ জায়গায় চুল্লু মদ পাওয়া যায় এখন। বড় জোর গ্রামে এক হাজার মানুষের বাস। এদের অর্দ্ধেকের বেশী তপশীলি এবং আদিবাসী। এই গ্রামেই সুদে টাকা খাটছে প্রায় চার লক্ষ মত। এর উত্তর কিছু আছে কি? বিডিও, থানার বড়বাবু, পার্টির মোবাইল বাবারা, মহকুম শাসক, জেলা শাসক—কার হিম্মৎ আছে উত্তর দেবার যে, মাত্র একটা গ্রামের চেহারা এটা নয়। বাংলার শত শত গ্রাম এই অবিচারের শোষণের আর বঞ্চনার আগুনে পুড়ছে কেন—সবাই থাকতে? আবার ঘরের অসহায় বৌদের ধরে মারার মত এই বীরপুঙ্গর আবগারীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাড়ি খাওয়া দুঃস্থ মানুষদের ধরে চুল্লুর মামলা দিয়ে চালান দিচ্ছে, নাহয় অফিসেই হাজার হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে পি, আর বন্ডে সই করিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। ফলে আবার কোর্টে ফাইন জমা দিতে সমন হচ্ছে। অথচ চৈত্র মাস হতে জ্যৈষ্ঠ মাস রাঢ় বাংলার গরীবদের তাড়ি একটা ক্ষতিকারকহীন পুষ্টিকর আহার। মাতলামী আজকাল ওরা বড় একটা করেনা। লালতে শাক আর তাড়ি ওদের এই তিনমাসে বহু ভাতের চাল তরকারির খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছে বহুকাল। সাঁওতালদের অরণ্যের অধিকার নিয়ে যে বাম সরকার সোচ্চার, তাঁরা যাদের দিয়ে মিছিল মিটিং ভরাচ্ছেন, তাদের পেটে যারা এভাবে লাথি মারছে তাদের কিছু করবেন না? আবগারী অফিসের বাবুদের তালগাছে বাঁধলেই জনযুদ্ধ হয়ে যাবে মানুষ? তাহলে কাদের ভালোর জন্যে এত আয়োজন? বাপের বুকের উপরে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে তিনজন পশু বাগপাড়ায় ১৪ বছরের পদ্মকে ১৯৯৩ এ গণর্ষণ করেছিল। বিচার হয়েছে? এত্তা জঞ্জাল সড়াতে হলে উদাসী কবিতা লিখে কবি সাজলে সমাধান হবে কি? বক্তৃতা নাটক বিপ্লব তো বহু দেখা গেল। নাকি পচুই খেয়ে মরুক শালারা ভোটটা পেলেই হলো—এই শোষণযন্ত্র চালু থাকবে! এইসব গ্রামে বাংলার দামাল কিছু যুবক কিশোর যদি প্রাণ মান রক্ষার্থে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়, মাথায় কালো ফেট্টি বাঁধে আর ২/৪টা পাঁঠাকে বলি দেয়—তাহলেই এরা জনযুদ্ধ বা মাওবাদী হয়ে যাবে? এইভাবে ক্যানসারে বোরোলীন লাগানোর দিন বোধহয় শেষ হতে চলেছে। কবির ভাষাকে পাল্টে তাই বলতে ইচ্ছে হয়—রক্ত ঝরাতে ইচ্ছে হয়—পারিনা। তবে এটা অনুভব হয় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে অন্ততঃ এ রাজ্যে মাওবাদী নয় ওদের মতোই হতভাগাদের নিয়ে এক সংগঠিত দুঃসাহসিক গণ অভিযান দরকার ছিল। (শেষ)

সারা ভারত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ রাজীব গান্ধী ওপেন ন্যাশানাল ট্যালেন্ট কমপিটিশন ফর ড্রইং পোষ্টার এন্ড সাইনটিফিক মডেলস্ প্রতিযোগিতায় অংকন বিভাগে এন টি পি সি চাইল্ড আর্ট কলেজ বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়। নিউ দিল্লীর বালভারতী জুনিয়ার পাবলিক স্কুলে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজক ছিলেন গ্লোবাল নীড ফাউন্ডডেশন, নিউ দিল্লী। এক সাক্ষাৎকারে ফরাক্কা চাইল্ড আর্ট কলেজের কর্ণধার অংকনরত্ন অমৃতা রায় চৌধুরী জানান, প্রতি বছরের মতো এবারও তাঁরা ২৬ জন প্রতিযোগীকে পাঠান। তার মধ্যে ২৫ জনই ৮০% এর উপর নাম্বার পেয়ে এক সাফল্যের নজির তৈরী করেছেন।

সফদার হাসমীর জন্মদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ রঘুনাথগঞ্জ শাখার উদ্যোগে স্থানীয় হরিদাসনগরে বিকেল ৫ টায় সফদার হাসমীর ৫১ তম জন্মদিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মানিক চট্টোপাধ্যায়, কাশীনাথ ভকত, ডঃ অসীমকুমার মন্ডল, কাজি আমিনুল ইসলাম, অম্বুজাপদ রাহা, সমর বারিক এবং শান্তনু সিংহ রায়। স্বরচিত কবিতাপাঠে ছিলেন ধূর্জটি ব্যানার্জী, নিমাই সাহা, অজয় সাহা, সাইমা সুলতানা। আবৃত্তি করেন পারমিতা চক্রবর্তী। গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। এ ছাড়া অধ্যাপক নুরুল মর্তুজা ও অসিত মন্ডল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সব শেষে 'হল্লাবোল' নাটকের ছায়া অবলম্বনে সাইমা সুলতানা রচিত একটি শ্রুতি নাটক পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি মানিক চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত কমরেড অনিল বিশ্বাসের 'সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার' গঠনের আহ্বানকে সফল করার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান।

হুকিং করে সব কিছু চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে বন্যেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিনদীঘি গ্রামে বর্তমানে ঢালাও বিদ্যুৎ চুরি চলছে। হুকিং করে হাসকিং মিল, গম পেষাই কল, বোরো ধানের সেচের জল সবকিছু চালু আছে। এইভাবে বিদ্যুৎ চুরির দাপটে বৈধ গ্রাহকরা বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সম্প্রতি ঐ অঞ্চলের গ্রাহকরা এস, এস-এর কাছে অবিলম্বে বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধের দাবী জানান।

নববর্ষ (২য় পৃষ্ঠার পর)

এসে লাগছে। সেই সাবেকি কায়দার মন্ডা, মিঠাই, লাড্ডুর পরিবর্তে এখন হাতে হাতে শোভা পাচ্ছে পেপসি কোকাকোলার স-পাইপ ঠান্ডা বোতল, আইসক্রীম, পেস্ট্রি, প্যাটিস্! আগেকার দিনে বলা হত, 'ভায়া, একটু তামাক ইচ্ছে হোক!' এখন দামী সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেওয়া হয়। আগে গণেশ মূর্তির পাদদেশে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলত, এখন প্রদীপশিখার মতো কাঁপা-কাঁপা আলো ছড়িয়ে বিজলিবাতি জ্বলে, এমন কি বিদ্যুৎবাহী নকল-ধূপকাঠি পর্যন্ত বাজারে এসে গেছে! সৌরভ নেই, ভনিতা আছে। একটা দোকানে কম্পিউটারচালিত গণেশ মূর্তি দেখলাম। আলোর সমন্বয়ে তৈরী হচ্ছে, আবার দপ্ করে নিভে যাচ্ছে; গণপতি অবশ্য এ-সব দেখে কী বলতেন জানিনা! নিশ্চয় খুশিই হতেন! বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বঙ্গ সংস্কৃতির এই নবীকরণ তো খারাপ কিছু নয়। ঠিক যেমন আমরা পয়লা বৈশাখে বাংলা নববর্ষের বুড়ি ছুঁয়ে আবার ইংরেজি ক্যালেন্ডারের নামাবলীটা গায়ে জড়িয়ে নি' সম্বৎসরের জন্য।

এক রাতে অনেক দোকানে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১১ এপ্রিল রাতে জঙ্গিপুর বাবুবাজারের বেশ কয়েকটি দোকানে দুষ্কৃতীরা পরপর হানা দেয়। এদের মধ্যে ছোট ব্যবসায়ী বেশী ছিলেন। সিগারেট বিড়ি বিক্রেতা হাসিরুল সেখ, দীপক সাহার মেরামতের দোকান, সেন্টু সেখের পান সিগারেটের দোকান ইত্যাদি ছাড়া কোবরা ক্লাবের টিভিও দুষ্কৃতীরা নিয়ে পালায়। এলাকার কাউন্সিলর রমানাথ চক্রবর্তীর তৎপরতায় খোয়া যাওয়া প্রায় জিনিসই পুলিশ উদ্ধার করে। দুষ্কৃতীরা উমরপুর এলাকার বলে জানা যায়।

ভাগীরথীতে ডুবে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ পন্ডিত বাগান এলাকার বাসিন্দা বয়স ৩৫ এর ভীম দাস দুই বন্ধুর সাথে গত ১৫ এপ্রিল গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে আর বাড়ী ফেরেননি। নতুনগঞ্জের কাছে ভীমের মৃতদেহ পাওয়া যায় ১৭ এপ্রিল সকালে। স্নান করতে যাওয়ার আগে ভীম মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে জানা যায়।

দুই বৌকে তালাক (১ম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালে যোবেদা মারা যান। ভাতে বিষ মেশানোর ঘটনা এবার পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়। বৌদের নিয়ে এলাকায় একটা গুঞ্জনও ওঠে। খবর পেয়ে সুতী থানার ডাঁই গ্রাম থেকে নিয়ামতের শ্বশুর প্রায় ২০ জন লোক নিয়ে মির্দ্ধাপাড়ায় হাজির হন। তিনি ওখানকার সর্দারের কাছে মেয়ের দোষ স্বীকার করেন। গ্রাম্য বিচারে সর্বসম্মতিক্রমে এই জঘন্য কাজের জন্য উভয়ের বাবার কাছ থেকে জরিমানাস্বরূপ ২০ হাজার করে ৪০ হাজার টাকা আদায় করা হয়। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের হৃদয়হীন ঘটনা না ঘটে তার জন্য অহেদ ও নিয়ামতের স্ত্রীকে তালাক দেবার নির্দেশ কার্যকর করা হয়। মজলিসের সিদ্ধান্তমতো রোজি ও শিরির বিয়ের জন্য ঐ ৪০ হাজার টাকা ওদের নামে ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়। নিয়ামত পিঙ্কিকে তালাক দেন। অহেদের স্ত্রী বর্তমানে গর্ভবতী। শরিয়তের নিয়ম মতো প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে তালাক দেয়া যাবে না। তাই তিনি এখন শ্বশুর বাড়ীতেই আছেন বলে খবর।

মাটি কাটা চলছেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভালো থাকলেও গত মাসের তৈরী ইটের রাস্তাটির অবস্থা বেহাল। ভারী ট্রাক্টরের অত্যাচারে রাস্তার অনেক জায়গা বসে গেছে। গ্রামবাসী সূত্রে আরো জানা যায়, বি এল এন্ড এল আর ও দপ্তর থেকে কোন সময় অফিসার তদন্তে এলে তার আগেই নাকি অফিসের একটা চক্রের মাধ্যমে মাটি কাটার দল খবর পেয়ে যায় এবং ঐ সময় ট্রাক্টর চলাচলও বন্ধ থাকে।

সব দিকেই অরাজকতা (১ম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতাল ।ব্লিডিংকে দৃষ্টি নন্দন করতে শক্তপোক্ত মেঝেকে ভেঙে উড়িয়ে দিয়ে সেখানে মারবেল বসানো হলো। এই না প্রগতি !

পাত্র চাই

বৈষ্ণব, বয়স ২২, উচ্চতা ৫' ২", অতি সুন্দরী, ফর্সা অবস্থা-সম্পন্ন ঘরের একমাত্র কন্যা। সংস্কৃতে এম, এ পাঠরতা। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক, সরকারী উচ্চপদে চাকুরিরত ফর্সা সুদর্শন স্মার্ট পাত্র কাম্য। সবর্ণ বা উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। স্থানীয় অগ্রগণ্য। ফোন ঃ (০৩৪৮৩) ২৬৬২০৮/২৬৬৮১৩

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কোমর বেঁধে নেমেছেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

আশা রাখে তেমনই ভোটকর্মীরাও আশা করতে পারেন যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য আর তাঁদের নিরাপত্তা। কেননা অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য কিছু বাস ছাড়া প্রধান ব্যবস্থা ত্রিপল ঢাকা লরীর মধ্যে দুপুরে রোদের প্রচন্ড দাবদাহ মাথায় করে গবাদি পশুর মতো যাওয়ার ব্যাপারটা যে কত কষ্টদায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর ভোট কেন্দ্রের নানা প্রতিকূল অবস্থা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্যে কত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তা ভুক্তভোগী ভোটকর্মীরা ভালোভাবেই জানেন। তবুও প্রশাসন তাদের দায়বদ্ধতার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। পরিচিত প্রচার ব্যবস্থায় বিধিনিষেধ আরোপের ফলে ভোট প্রার্থীরা একেবারেই দিশাহারা। তবে তা কতটা বাস্তবসম্মত হয় তা দেখা এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। নিয়মের বিধিনিষেধে বেলা পাঁচটার সাথে সাথেই অপেক্ষমান ভোটারদের লাইন নিরাপত্তা-রক্ষীদের ঘেরাটোপে চলে যাবে অবাঞ্ছিত ভোট ঠেকানোর জন্য। আগের ভোটের তুলনায় সমহারে ভোট না পড়লে আবার নির্বাচনের ব্যবস্থা হবে। থাকবে ডিজিটাল ক্যামেরার ব্যবস্থা। নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু ভোটের প্রয়োজনে এর মধ্যেই এসে গেছেন ছ'জন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক। তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা অবশ্যই যথাযথ। তবে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে একাধিক ভোটের অভিজ্ঞতা রয়েছে, অবসর নিতে বাকী আছে মাত্র কয়েকমাস, মূল বেতনও নিয়মের অনেক ঊর্দ্ধে তখন কাওকে যদি বর্তমান নিয়মের বেড়াজালে প্রথম পোলিং অফিসার হিসেবে প্রিজাইডিং অফিসাররূপী কোন অধস্তন কর্মীর কাছে নিজ দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে তা কতটা যথাযথ হতে পারে সেটা নির্বাচন কমিশনকে ভেবে দেখতে হবে। স্থানীয় অসহায় প্রশাসনের বক্তব্য নিয়মের গন্ডীর মধ্যে—তার বাইরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। ভোট কর্মীদের মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে প্রয়োজন রয়েছে এই ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের। অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে কোমর বেঁধে নেমেছেন নির্বাচন কমিশন। তাই নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন রকম প্রয়োজনে সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে এন টি পি সির ফরাক্কা গঙ্গাভবনে। তাঁদের নাম, ফোন, মোবাইল, রুম নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর এবং অন্যান্য তথ্যাবলী দেয়া হলো।

১) পর্যবেক্ষকের নাম হারপ্রিত সিং, আই. এ. এস। বিধানসভার নাম ৫০ ফরাক্কা। যোগাযোগের স্থান গঙ্গাভবন, এন. টি. পি সি, ফরাক্কা, ঘর নং-৪। মোবাইল নং ৯৪৩৪৮৫৯৭০০, ফোন নং ০৩৪৮৫-২৫৫৭৮২।

২) সুধীর মহাদেও বরদে, আই এ. এস, ৫১ অরঙ্গাবাদ। গঙ্গাভবন, এনটিপিসি, ফরাক্কা, ঘর নং-২। মোবাইল নং ৯৪৩৪৮৫৯৭০১, ফোন নং ০৩৪৮৫-২৫৫৭৮৭।

৩) কে, রামগোপাল, আই. এ এস। ৫২ সুতী। গঙ্গা ভবন, এনটিপিসি, ফরাক্কা, ঘর নং ৬। মোবাইল নং ৯৪৩৪৮৫৯৭০২। ফোন নং ০৩৪৮৫-২৫৫৭৮৪।

৪) বি, কিশোর, আই, এ. এস। ৫৩ সাগরদীঘি (এস, সি)। গঙ্গা ভবন, এনটিপিসি, ফরাক্কা, ঘর নং ৫। মোবাইল নং ৯৪৩৪৮৫৯৭০৩। ফোন নং ০৩৪৮৫-২৫৫৭৮৩।

৫) বি, এইচ, অনিলকুমার, আই. এ. এস। ৫৪ জঙ্গিপুর। গঙ্গা ভবন, এনটিপিসি, ফরাক্কা, ঘর নং ১। মোবাইল নং ৯৪৩৪৮৫৯৭০৪। ফোন নং ০৩৪৮৫-২৫৫৭৮৬।

৬) কে, কে, জয়সওয়াল, আই. সি. এন্ড সি. ই, এস। খরচের হিসেব পর্যবেক্ষক। গঙ্গা ভবন, এনটিপিসি, ফরাক্কা, ঘর নং ৩ (অফিস ঘর)। মোবাইল নং ৯৪৩৪৮৫৯৭১৯। ফোন নং ০৩৪৮৫-২৫৫৭৮১।

ফোন নং ০৩৪৮৫-২৫৫৭৮৫, ফ্যাক্স ২৫৫৭৮০।